তাদাব্বুর ফিল হাদীস

হাদীস বোঝার সোনালি অধ্যায়ে আপনাকে স্বাগত

অনুবাদ ও সংযোজন

মাওলানা মুহাম্মাদ আফসার উদ্দীন

মাওলানা মুহাম্মাদ মাসরুর

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

সূ চি পা তা

১ম হাদীস : বিসমিল্লাহ বলে খাবার গ্রহণ ৯

২য় হাদীস : প্রকৃত অভাবীর পরিচয় ১৪

৩য় হাদীস : আল্লাহ তাআলা পবিত্র; তাঁর কাছে অপবিত্রতার স্থান নেই ১৯

৪র্থ হাদীস : যে বৃক্ষটি মুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য রাখে ২৪

৫ম ও ৬ষ্ঠ হাদীস : স্বামী-স্ত্রীর কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি ৩১

৭ম হাদীস : হারাম থেকে নিবৃত থাকাও সাদাকাহ ৩৬

৮ম হাদীস : কুরআন কারীমের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত ৪২

৯ম হাদীস : জিহাদে গমণকারী ব্যক্তির পুরস্কারের দায়িত্ব
আল্লাহ নিজে নিয়েছেন ৪৭

১০ম হাদীস : বাকপটুতা দিয়ে
অন্যের অধিকার আত্মসাৎ করা যেন এক টুকরো আগুন ৫৩

১১তম হাদীস : ঈমানের স্বাদ-মিষ্টতা যেভাবে পাওয়া যায় ৫৭

১২তম হাদীস : হাসান ﵁-এর প্রতি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা ৬২

১৩তম হাদীস : চারটি জিনিস হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা ৬৭

১৪তম হাদীস : সন্তান মারা যাওয়া মায়ের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ ৭১

১৫তম হাদীস : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ৭৬

১৬তম হাদীস : ইসতিখারার গুরুত্ব ও নিয়ম ৮১

১৭তম হাদীস : আবদুল্লাহ ইবনু হারাম ﵁-এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ৮৬

১৮তম হাদীস : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মুজিযা
ও জাবির ﵁-এর ঋণ পরিশোধ ৯০

১৯তম হাদীস : বোনদের প্রতি জাবির ﷺ-এর দায়িত্ববোধ
ও একজন বিধবাকে বিবাহ ৯৬

২০তম হাদীস : খন্দক যুদ্ধের দিন জাবির ﷺ-এর ওলিমার দাওয়াত ১০২

২১তম হাদীস : একটি হাদীসের জন্য জাবির ﷺ-এর সুদূর সিরিয়ায় ভ্রমণ **১০৯**

২২তম হাদীস : চারটি আমল একদিনে করলে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে ১১৪

২৩তম হাদীস : ইসলামে কৌতুক-রসিকতার সৌন্দর্য
এবং শিশুদের প্রতি নবি ﷺ-এর অকৃত্রিম ভালোবাসা ১১৮

২৪তম হাদীস : উম্মু সুলাইম ও আবূ তালহা ﷺ-এর সুকঠিন ধৈর্য ১২৬

২৫তম হাদীস : বাইতুল মাকদিসের ফযিলত ১৩৩

২৬তম হাদীস : বাইতুল মাকদিসে সালাত আদায়কারী কতই না সৌভাগ্যবান! ১৪০

২৭তম হাদীস : শারয়ী দণ্ডবিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে
সকলে সমান (কোনো প্রকার মধ্যস্থতার সুযোগ নেই) ১৪৪

২৮তম হাদীস : আহা! আমি উহুদ প্রান্ত থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি! ১৫৩

২৯তম হাদীস : মহামারির ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা ১৫৯

৩০তম হাদীস : মহামারিতে ধৈর্যধারণকারীর জন্য সুসংবাদ ১৬২

৩১তম হাদীস : আল্লাহ তাআলা সকল কাজে নম্রতাকে ভালোবাসেন ১৭১

৩২তম হাদীস : শারীয়াতের হালাল-হারাম বিধানের পাশাপাশি
অস্পষ্ট বিষয়াবলির ব্যাপারে করণীয় ১৭৭

৩৩তম হাদীস : মানব সৃষ্টির ক্রমান্বিত ধাপ; মৃত্যু মুহূর্তের অবস্থানুযায়ী
একজন মানুষের প্রকৃত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয় ১৮৭

৩৪তম হাদীস : কেউ আল্লাহকে না ভুলে গেলে আল্লাহও তাকে ভুলবেন না ১৯৪

৩৫তম হাদীস : বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা ঠিক নয়;
বরং নবি ﷺ-এর অনুসরণেই মুক্তি ১৯৯

৩৬তম হাদীস : যুলুম ও অত্যাচার, অমার্জনীয় অপরাধ ২০৩

৩৭তম হাদীস : ফিতনাময় সময়ে একমাত্র অবলম্বন হলো নববি সুন্নাহ ২১১

৩৮তম হাদীস : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব ২১৬

৩৯তম হাদীস : মহানবি ﷺ-এর আনীত দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে
অবগত প্রত্যেকের ওপর ঈমান আনা আবশ্যক ২২২

৪০তম হাদীস : আল্লাহর যিকরে সর্বদা জিহ্বা সিক্ত রাখা ২২৫

প্রথম হাদীস

বিসমিল্লাহ বলে খাবার গ্রহণ

الحديث الأول: يا غلام، سم الله!

جاء في الصحيحين عن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

বুখারি, মুসলিম ইমামদ্বয় ﵀ উমার ইবনু আবী সালামাহ ﵁-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ছোট ছেলে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছুটাছুটি করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার করো এবং তোমার কাছের থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ নিয়মেই খাদ্য গ্রহণ করতাম। (অর্থাৎ বড় প্লেটে বসলে নিজের পাশ থেকেই খাবার গ্রহণ করতাম।)[১]

হাদীসে ফিকহী প্রসঙ্গ :

১. ডান হাতে খাবার গ্রহণ করা এবং প্রত্যেক ভালো ও উত্তম কাজে ডান হাতকে প্রাধান্য দেওয়া মুস্তাহাব।

২. খাবার খাওয়ার সময় কথা বলা জায়িয আছে।

৩. কয়েকজন মিলে একই (বড়) বাসনে খাবার গ্রহণ করা জায়িয আছে। বাসনে খাবার এক রকমের হতে পারে, আবার কয়েক রকমেরও হতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

---

[১] বুখারি, আস-সহীহ, ৫৩৭৬; মুসলিম, আস-সহীহ, ২০২২।

৪. খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব।

৫. 'তোমার কাছের থেকে খাও'—এ নির্দেশনাটি ছিল যখন খাবার এক আইটেমের থাকে। যদি (বড় প্লেট বা বাসনে) খাবার কয়েক আইটেমের থাকে, তখন হাত বাড়িয়ে দূরের অন্য আইটেম নিতে পারবে। অথবা উপস্থিত কাউকে এগিয়ে দেওয়ার অনুরোধও করতে পারবে।

৬. হাদীসের আলোচনা থেকে বোধগম্য যে, যিনি একাধিক আইটেম নিয়ে কোনো খাবারের আয়োজন করবেন, তিনি খাবারগুলো এভাবে সাজিয়ে রাখবেন, যেন তা অংশগ্রহণকারীদের হাতের নাগাল থেকে দূরে না-যায়। কেউ চাইলে যেন সহজেই পছন্দের আইটেমটি নিতে পারে।

হাদীসের দীক্ষামূলক পাঠ :

১. খাবার গ্রহণকেন্দ্রিক কতগুলো শিষ্টাচার আছে, যেগুলো বড়-ছোট সকলের জানতে হয় ও শিখতে হয়।

২. বড়দের থেকে কোনো নাসীহা পেলে সেটিকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা উচিত। যেন এরপর আর নাসীহার কোনো ব্যত্যয় না ঘটে। উমার ইবনু আবী সালামাহ ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ-এর শেখানোর পর থেকে আমি সব সময় এ নিয়মেই খাদ্য গ্রহণ করতাম।

৩. আর তিনি (রাসূল ﷺ) তো শিশুদের প্রতি কোমল হৃদয়ের ছিলেন। খাবারের বাসনে ছোট বয়সের সাহাবির এ আচরণ দেখে তিনি রেগে যাননি। একটু শক্ত ভাষায় কিংবা তুচ্ছ করেও কিছু বলেননি। প্রথমে তাকে আদর করে ডাক দিলেন, হে বৎস! এরপর নাসীহা শোনালেন।

আসলে শিশুদের দীক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়াগুলো জানা থাকা প্রয়োজন। তাদের ভুল হবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভুল হলে তিরস্কার করে দূরে ঠেলে দিলে সে শিখবে না। কোমলতা জড়িয়ে কাছে টেনে শুধরে দিলে হৃদয় দিয়ে শিখবে।

৪. আরেকটি বিষয়, যখন ছোটরা ভুল করে, তখন এ অজুহাত এসে যায়, সে তো ছোট! সে আর কী জানবে! বড় হতে হতে শিখে ফেলবে। এভাবে সে ভুলকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এ প্রকারের স্নেহ সর্বাবস্থায় কল্যাণকর হয় না। অভিভাবক বা উসতাযগণের উচিত হলো বরং তাকে শিখিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, উপদেশ দেওয়ার সময় তার বয়সের বিবেচনা করাও প্রয়োজন।

৫. দ্বীনের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা ছোট বয়স থেকেই শিশুদের অন্তরে গেঁথে দেওয়া আবশ্যক। তাদের মধ্যে অতিরিক্ত চাহিদা ও লোভের অভ্যাস পরিহার করে

অল্পে তুষ্ট থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৬. আলিমদের মজলিসে বসলে, মুরুব্বিদের সংশ্রবে থাকলে শিশুরা আলিমদের রুচিবোধ, মার্জিত আচরণের ব্যাপারে অবগত হতে পারে।

৭. শিশু মেধাবী হলে তাকে একসাথে কয়েকটি বিষয়ে অবগত করা যায়। যেমন আল্লাহর নবি ﷺ সাহাবিকে তিনটি উপদেশ দেন। বিসমিল্লাহ বলো, ডান হাতে আহার করো এবং তোমার কাছ থেকে খাও।

৮. কয়েকজন মিলে একসাথে খেতে বসলে একদম চুপ না-থেকে শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে আলোচনা করা যায়। পারিবারিক কোনো প্রসঙ্গ থাকলে সেটিও সেরে নেওয়া যায়। এতে সময়টা কাজে লাগবে।

৯. যিনি কোনো শিশু বা কমবয়সী সন্তানকে তারবিয়াত করার আগ্রহ রাখেন, তিনি শিশুটির কথাবার্তা, আচার-আচরণ সবকিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। তাহলে তাকে যথাসময়ে দীক্ষা দিতে পারবেন।

১০. শিশুদের কদর্য আচরণ দেখলে বিরক্ত হয়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। তাকে সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান রাখবে। কষ্ট বেশি হলে তিনি সাওয়াবও বেশি পাবেন।

হাদীসে দাওয়াহ প্রসঙ্গ :

১. সাহাবাগণ মানুষের মাঝে দ্বীনের প্রচার করতেন। তাদেরকে ইসলামি শিষ্টাচার শেখাতেন। আর হাদীসের বর্ণনা এত আমানতের সাথে করতেন যে, উক্ত হাদীসে তার (বর্ণনাকারী নিজের) কোনো দোষ-ত্রুটির আলোচনা থাকলে সেটিকেও বাদ দিতেন না।

২. ছোট বয়সের সাহাবি শুধু একটি ভুল করেন। তিনি বাসনে নিজের পাশ থেকে না-খেয়ে এদিক-সেদিক হাত দিতে থাকলেন। কিন্তু নবি ﷺ তাকে ব্যাপকভাবে কয়েকটি বিষয়ে অবহিত করেন, যাতে সে শিখতে পারে।

৩. নবি ﷺ সাহাবির ভুল সংশোধনের সময় একবারও তার কৃত ভুলটির প্রসঙ্গ তুলেননি। আর সাহাবিও উপদেশ শোনার পর সে বিষয়ে পুনরায় অবহেলা করেননি। আনুগত্যের ব্যাপারে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

৪. পরিবেশ ও শ্রোতাদের আনুকূল্য থাকলে উপদেশদাতা উসতায বা মুরুব্বি সরাসরি আদেশসূচক বাক্য ব্যবহার করতে পারেন।

৫. খাবারের সময় পরস্পর খাবার গ্রহণের আদবসমূহ মুযাকারা করা উত্তম।

৬. কাউকে ডাকার সময় তার বয়সের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি। শিশু, বালক, যুবক, প্রৌঢ় (ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যবয়সী) ও বৃদ্ধ। বয়সের এ পর্যায়গুলো বিবেচনা করে সম্বোধনের শব্দ চয়ন করা উচিত। কাউকে খাটো করে নয়, আদবের সমূহ পন্থা অবলম্বন করে ডাকা হলো নববি সুন্নাহ।

৭. উপদেশ হবে অল্প সময়ে, ছোট বাক্যে, তাহলে শ্রোতার অন্তরে দ্রুত রেখাপাত হবে। আমলের প্রচেষ্টা অব্যহত থাকবে।

হাদীসের সাধারণ শিক্ষা :

১. নবি ﷺ শিশুদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

২. রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের যেমন খোঁজখবর রাখতেন, তেমন নিজ ভাইদের বিষয়েও দেখভাল করতেন। বিশেষত যারা মারা যায়, তাদের স্ত্রীদের, ইয়াতীম সন্তানদের জন্য অভিভাবক হতেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামাহ ﵂ -এর স্বামী (আবূ সালামাহ আবদিল্লাহ ইবনি আবদিল আসাদ আল মাখযুমী ﵁) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর দুধভাই। তার ইন্তিকালের পর উম্মু সালামাহ ﵂ অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েন। স্বামীকে হারিয়ে ইয়াতীম সন্তানদের নিয়ে কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। এটা দেখে নবি ﷺ উম্মু সালামাকে বিয়ে করেন। ইয়াতীমদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।

৩. ইয়াতীমদের দেখাশোনার দায়িত্ব বলতে শুধু তাদের আর্থিকভাবে দেখাশোনাকে বোঝায় না; বরং ইয়াতীমের লালনপালন ও সার্বিক দেখভালও এ দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।[২]

৪. একজন মুসলিমকে জীবনব্যাপী কতগুলো হক আদায়ে সচেতন হতে হয়। আল্লাহর হক, মানুষের হক, এমনকি নিজের নফসের হক। এসব হক বা অধিকার পূরণ করার মাঝেই ইসলামের প্রশস্ততা ও পরিপূর্ণতা রয়েছে।

৫. একটি শিশুর সাথেও একই খাবারের বাসনে নবি ﷺ বসে গেছেন। এটা তাঁর সাদাসিধে জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি।

৬. হাদীসটি উমার ইবনু আবী সালামাহ ﵁ ছোট বয়সে মুখস্থ করেন। তিনি ছোট হলেও হাদীসের এই বর্ণনা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য।

৭. হাদীসটি রাসূল ﷺ-এর সাথে সাহাবির ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা মাত্র। কিন্তু সাহাবি এটিকে ছোট মনে করে নিজের মনে রেখে দেননি, বর্ণনা করে গেছেন অনায়াসে। কারণ এখানেও ইলমের উপাদান রয়েছে। আজ অসংখ্য মুসলিম এ হাদীসের মর্মবাণী

[২] ফাতহুল বারী, ১০/৪৩৬-৪৩৭, হাদীস: ৬০০৫।

থেকে উপকৃত হচ্ছে। দীক্ষাদানের প্রক্রিয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে হাদীসটি অনবদ্য আদর্শ হয়ে আছে।

৮. কোনো দায়িত্বের প্রতি অবহেলা কাম্য নয়। দায়িত্ব মানুষকে পূর্ণতা দেয়। নবি ﷺ এর মাথায় উম্মাতের এত বড় যিম্মাদারি থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি ছোট বালককে তালীম দিতে পিছপা হননি।

৯. বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা নারীদের বিবাহ করার ব্যাপারে আমাদের সমাজে যে অনাগ্রহ ও কুপ্রথা রয়েছে, তা পরিত্যাজ্য। এটি পরিবর্তন করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

দ্বিতীয় হাদীস

প্রকৃত অভাবীর পরিচয়

الحديث الثاني: أتدرون ما المفلس؟

روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

ইমাম মুসলিম ﵀ আবূ হুরাইরা ﵁ -এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা কি বলতে পারো, অভাবী লোক কে? তারা বললেন, আমাদের মাঝে যার দিরহাম (টাকা-কড়ি) ও ধন-সম্পদ নেই, সে-ই তো অভাবী লোক। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সে প্রকৃত অভাবী লোক, যে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, অমুককে হত্যা করেছে ও আরেকজনকে প্রহার করেছে। এরপর সে ব্যক্তিকে তার নেক 'আমল থেকে দেওয়া হবে, অমুককে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর যদি পাওনাদারের হক তার নেক 'আমল থেকে পূরণ করা না-যায়, তাহলে সে ঋণের পরিবর্তে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৩]

[৩] মুসলিম, আস-সহীহ, ২৫৮১।

হাদীসে আকীদা প্রসঙ্গ :

১. আল্লাহ তাআলা ইনসাফকারী, তিনি কারও ওপর যুলুম করেন না। আর এটা তো তাদের আমল, যা তিনি তাদের জন্যই গুনে রাখছেন, এরপর তাদের থেকে এর হিসাব নিবেন (এবং যথাযথ প্রতিদান দিবেন)। সুতরাং যে কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহরই প্রশংসা করবে। আর যে অন্যকিছু (অকল্যাণ) পাবে সে যেন একমাত্র নিজেকেই তিরস্কার করে।

২. আল্লাহ তাআলা পরম ন্যায়বান, এজন্য তিনি সকলকে তাদের প্রাপ্ত অধিকার বুঝিয়ে দেন।

৩. কিয়ামাতের দিন (হিসাব-নিকাশের সময় অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের থেকে) যখন প্রতিশোধ গ্রহণ করে অন্যদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখনকার সময়টা বড়ই ভয়ানক পরিস্থিতির সময় হবে।

৪. কিয়ামাতের দিন প্রতিশোধ গ্রহণ ও তা বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের কৃত নেক ও বদ আমলগুলোই হবে একমাত্র বিনিময়-মাধ্যম। অর্থাৎ হক বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে নেক ও বদ আমলগুলোকে বিনিময়স্বরূপ ব্যবহার করা হবে।

৫. বান্দার হক (অধিকার) কখনো মাফ কিংবা রহিত হয় না। বেশি বেশি ইবাদাত ও ইসতিগফার করলেও বান্দার হক মাফ হয় না; বরং এ হক আদায় করে দেওয়া অথবা মাফ করে দেওয়া পর্যন্ত বান্দার জিম্মায় থেকে যায়। দুনিয়াতে এ হক আদায় না-করা হলে আখিরাতে বুঝিয়ে দিতে হবে। বান্দার হকসমূহ বুঝিয়ে দিতে গিয়ে কিয়ামাতের দিন কারও কারও সমস্ত নেক আমল চুকিয়ে যাবে। আর আল্লাহর হকসমূহ তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। তিনি চাইলে কাউকে মাফ করে দিবেন, চাইলে কাউকে শাস্তি দিবেন।

৬. কোনো কোনো মুসলিমের কৃত আমলগুলোর মাঝে যেমন নেক আমল থাকবে, তেমনি বদ আমলও থাকবে। এজন্য নেক আমলকারী ও ইবাদাতগুযার মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা হতে পারে (এমন ফায়সালা হতে আল্লাহর পানাহ চাই)। এমনকি কারও আমলনামায় গুনাহ ও ফিসকের কাজ এত বেশি হবে যে, তা কবীরা গুনাহসমূহের পর্যায়ে চলে যাবে। তবে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গুনাহ যত বেশি হোক, এর জন্য তাকে কাফির হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

৭. (হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়) কিয়ামাতের দিন বদ আমলসমূহের একপ্রকার দেহাবয়ব থাকবে। তা না-হলে কীভাবে অভাবী লোকটির দিকে তা নিক্ষেপ করা হবে?

হাদীসে ফিকহী প্রসঙ্গ :

১. কারও প্রতি যুলুম ও সীমালঙ্ঘন করা হারাম।

২. কোনো কারণে গুনাহ হয়ে গেলে তার ওপর অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে নেওয়া জরুরি। কারও প্রতি অন্যায় করলে কিংবা কারও অধিকার হরণ করে থাকলে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে, অন্যের অধিকার ফিরিয়ে দিবে। এর জন্য দুনিয়াবী কোনো শাস্তি থাকলে তা মেনে নিবে। অর্থাৎ তার জন্য দুনিয়াতেই এ গুনাহগুলোর রফাদফা করে নেওয়া জরুরি। নয়তো আখিরাতের পরিস্থিতি বড়ই বেদনাদায়ক।

হাদীসের দীক্ষামূলক পাঠ :

হাদীসে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অভিনব একটি পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সেটি হলো উসতায ও তাঁর শিষ্যদের মাঝে কথোপকথন। একজন উসতায তার শিষ্যদের দীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে পন্থাগুলো অবলম্বন করেন, তার মধ্যে একটি হলো উসতায ও তাঁর শিষ্য পরস্পর কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচ্যবিষয়ের অবতারণা করেন। প্রথমে শিষ্যরা আলোচ্য বিষয় নিয়ে তাদের জানাশোনা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। এরপর উসতায তাদের জানাশোনাকে শুদ্ধ করে দেন। আলোচ্য বিষয়ে নিজের চিন্তা পেশ করেন। এতে করে শিষ্যদের অন্তরে আলোচ্য বিষয়টি গভীর রেখাপাত করে। তাদের চিন্তাকে শানিত করে।

হাদীসে দাওয়াতের কর্মপন্থা প্রসঙ্গ :

ওপরিউক্ত হাদীসে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি কর্মপন্থা ফুটে এসেছে। তা হলো আলোচনার সময় শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে প্রথমে তাদের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। তাদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। তার জন্য এটা জরুরি নয় যে, শ্রোতাগণ এর উত্তর সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে।

হাদীসের সাধারণ শিক্ষা :

১. শারীয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী বান্দার নেক আমলের সাওয়াব দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, আর মন্দ কাজের প্রতিফল ঠিক মন্দ কাজের পরিমাণই। কিন্তু ওপরিউক্ত হাদীসের ভাষ্যমতে, কিয়ামাতের দিন অভাবী ব্যক্তি তার সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে, যার সাওয়াব সে দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্তও পেতে পারে, অপরদিকে তার কিছু মন্দ কাজ রয়েছে, যার প্রতিফল ঠিক ততটুকুই, তথাপি এই একেকটি মন্দ কাজ তার শতগুণের সাওয়াবের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে! এটি সত্যিই এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি!!

হাদীসটি মুমিনদের প্রতি আমলের হিসাব নিকাশের জন্য এক বিশেষ বার্তা। শুধু আমল করেই ক্ষান্ত হওয়া যাবে না। আমল দেখেই আত্মতৃপ্তির বিভ্রান্তিতে পড়লে চলবে না।

২. অভাবী ব্যক্তিটি কিয়ামাতের ময়দানে সালাত, সাওম, যাকাত নিয়ে আসতে পেরেছে তো এজন্যই যে, তার এ আমলগুলো আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এই নেক আমল তাকে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করেনি। এতে বুঝা যায়, মানুষ তার প্রবৃত্তির কাছে খুবই দুর্বল। এই প্রবৃত্তি মানুষকে তার কামনা-বাসনার মাধ্যমে বন্দি করে ফেলে এবং সবশেষে ধ্বংসও করে দেয়।

৩. দুনিয়াতে ধনী হওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে টাকা-পয়সা অথবা সহায়-সম্পত্তি। সুতরাং কারও টাকা-পয়সা না-থাকলেও যদি সহায়-সম্পত্তি থাকে, তাহলে সে অভাবী নয়।

৪. মুমিনদেরকে ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কারণ, একদিন সে যুলুমের বিচার পাবে। অত্যাচারীকে আল্লাহর কাঠগড়ায় শাস্তির সম্মুখীন করা হবে।

৫. আরবি 'মুফলিস' শব্দের অর্থ অভাবী। তবে দুনিয়াবী বিবেচনায় এই অভাব একরকম, আখিরাতের বিবেচনায় অন্যরকম। বোঝা যায়, একটি শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে আভিধানিক বিবেচনা ও শারয়ী বিবেচনার মাঝে পার্থক্য থাকতে পারে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণে একটি শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সেটিই বিবেচ্য। কিন্তু শারয়ী দৃষ্টিকোণে শব্দের সাধারণ জানাশোনা অর্থই বিবেচ্য নয়; বরং কর্মফল ও শেষ পরিণামে শব্দটি কাদের ওপরও প্রয়োগ করা যায়—সেটিও বিবেচনা করা হয়। বস্তুত শব্দের প্রতি শারয়ী যে দৃষ্টিপাত রয়েছে, তা মূলত মানুষের সামনে দুনিয়াবী চাকচিক্যের আড়ালে পড়ে থাকা শব্দের নিগূঢ় তত্ত্বকে তুলে ধরে। মানুষের চিন্তাকে এ বিষয়ে সজাগ করে তুলে।

৬. একজন বান্দার কর্তব্য হলো, সে গুনাহ যা-ই করবে, এর পরক্ষণেই (কবীরা গুনাহ হলে তাওবা করে) নেক আমল করতে থাকবে। যাতে দুনিয়ার পর আখিরাতের পরিস্থিতির আগেই নেক আমলগুলো তার গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। গালি-অপবাদ, হত্যা-মারামারি করে থাকলে এর জন্যও ক্ষমাপ্রার্থনা, শাস্তি ভোগ করা ইত্যাদি বিহিত রফাদফা শেষ করেবে।

৭. আল্লাহর কাছে বান্দার হক খুবই কঠিন বিষয়। (হাদীসে বান্দার সাথে বান্দার কৃত গুনাহের যে উদাহরণ এসেছে) এরকম আল্লাহর সাথে বান্দার কৃত গুনাহের উদাহরণ আর কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না।

৮. হাদীসে অভাবী ব্যক্তিটি যাদের ওপর যুলুম করেছে, তারা কেবল মুসলিম ছিল—এমনটি বলা হয়নি; বরং এখানে ব্যাপকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মাযলুম মুসলিম হোক বা কাফির, সর্বাবস্থায় যালিমকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

৯. আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে কর্তৃত্বের আসনে যে-ই সমাসীন হবে, (যেমন শাসক, বিচারক, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, শিক্ষক, ঘরের বাবা) তাকে তার অধীনস্তদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকা চাই। কারণ, তাকে তার কর্তৃত্বের অপব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে।

১০. হাদীসের ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, একজন মুসলিমের ঈমানের প্রধানতম মাপকাঠি হচ্ছে তার আচার-ব্যবহার ও লেনদেন। আর ইবাদাত হচ্ছে আচার-ব্যবহার ও লেনদেন করতে গিয়ে ঈমানের ওপর দৃঢ়পদ থাকার জন্য অন্যতম চালিকাশক্তি।

১১. সালাত, সাওম, যাকাত হচ্ছে অধিক সাওয়াবের দিক দিয়ে মহান ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদাত। এজন্য সাওয়াবের আধিক্য বোঝাতে এ ইবাদাতগুলো দিয়ে উদাহরণ পেশ করা হয়। গুনাহ মার্জনার ক্ষেত্রেও নফল সালাত, নফল সাওম ও নফল যাকাত তথা সাদাকার ভূমিকা অনেক বেশি।

১২. দুনিয়াতে যে অভাবী, কখনো (আল্লাহর হুকুমে) তার অবস্থার পরিবর্তনও হতে পারে। সে ধনী ও সচ্ছল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আখিরাতে যে অভাবী হয়ে আসবে, সে চিরস্থায়ী অভাবী। (আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া নতুনভাবে নেক আমল করে) তার অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত অভাবী তো সে-ই, যে আখিরাতে অভাবী হয়ে আসবে।

১৩. নেক আমলের সাওয়াব ও বদ আমলের গুনাহের পরিমাণের বিষয়টি আল্লাহ তাআলা অস্পষ্ট রেখেছেন। তাই আমরা জানি না যে, কী পরিমাণ নেক আমল কতটুকু বদ আমলের সমপর্যায়ের হবে? কখনো (মন্দ ও গুনাহের) একটি কথা মানুষকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে, সে সত্তর বছর ধরে জাহান্নামের গভীরতায় পড়তে থাকে। আবার এই (ভালো ও নেকের) একটি কথা-ই মানুষকে চিরস্থায়ী নিয়ামাতরাজীতে পরিপূর্ণ করে দেয়।

তৃতীয় হাদীস

আল্লাহ তাআলা পবিত্র; তাঁর কাছে অপবিত্রতার স্থান নেই

الحديث الثالث: إن الله طيب

روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. (المؤمنون: ١٥) وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. (البقرة: ٢٧١) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

ইমাম মুসলিম ﵀ আবূ হুরাইরা ﵁-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : *'অবশ্যই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র (সম্পদই) কবুল করে থাকেন। আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন রাসূলগণকে। সুতরাং তিনি রাসূলগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার করো এবং সৎকাজ করো। তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।'*

আর তিনি (মুমিনদের উদ্দেশ্যে) বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যেসব রিযক দান করেছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার করো।

অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করে আলুথালু ধূলিমলিন বেশে নিজ হাত দু'টিকে আকাশের দিকে প্রসারিত করে দুআ করে, 'হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!' কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার

পানীয় হারাম, তার পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার জীবিকা হয়েছে। অতএব তার দুআ কীভাবে কবুল হতে পারে?[৪]

হাদীসে আকীদা প্রসঙ্গ :

১. এ হাদীস থেকে কতক আহলুল ইলম বলেন যে, আল্লাহ তাআলার নামসমূহের মধ্য থেকে একটি হলো 'তাইয়িব'। যেমনটি এ হাদীসে এসেছে। (তবে 'তাইয়িব' শব্দটি অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়, যেমন হালাল সম্পদকে তাইয়িব বলা হয়েছে। মন্দ ও বদ আমল পরিহারকারীকেও তাইয়িব বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে) অনেক আহলুল ইলম 'তাইয়িব' আল্লাহ তাআলার নাম হওয়ার কথা বলেননি। তাই বলা যায়, আহলুল ইলমদের মাঝে বিষয়টি মতভেদপূর্ণ।

২. হাদীসে আল্লাহ তাআলাকে তাইয়িব তথা পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। আর প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তাআলা নিজ সত্তা, গুণাবলি ও কর্মাবলিতে পবিত্র। এজন্য তিনি বান্দার ওইসব নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাতের অধিক উপযুক্ত, যা হবে কলুষমুক্ত, রিয়ামুক্ত এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

৩. তাওহীদ ও ঈমানে বিশ্বাসীদের অবস্থান এত ঊর্ধ্বে যে, আম্বিয়াদেরকে যেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদেরকেও অনুরূপ সম্বোধন করা হয়েছে।

৪. একজন বান্দা যত নেক আমল করুক এবং যত নিষ্ঠার সাথেই করুক, কখনো কখনো তা আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। কারণ, তার খাদ্য-কামাই-রুযি হালাল নয়। তার পরিধেয় পোশাক-আশাক হালাল নয়।

৫. আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যত আদেশ রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করে দেওয়া হয়েছে, এসব আদেশের সম্বোধন তাঁর উম্মাতের জন্যও প্রযোজ্য। যতক্ষণ না কোনো আদেশের ব্যাপারে জানা যাবে যে, এটি বিশেষভাবে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর জন্য।

একইভাবে যত আদেশের সম্বোধন রাসূলের উম্মাতের প্রতি করা হয়েছে, সেসব আদেশের সম্বোধন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যও প্রযোজ্য। যতক্ষণ না এ ব্যাপারে জানা যাবে যে, এটি বিশেষভাবে শুধুমাত্র রাসূলের উম্মাতদের জন্য।

৬. আসমানের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে দুআ করার মাঝে অন্তরে মহান রবের বড়ত্বের স্বীকারোক্তি আছে।

---

[৪] মুসলিম, আস-সহীহ, ১০১৫।

৭. হাদীসের ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা স্বীয় নামের দাবি অনুযায়ী কাজ করতে ভালোবাসেন। তিনি যেহেতু 'তাইয়িব' তথা পবিত্র, তাই তিনি পবিত্র সম্পদকেই গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে তিনি যেমন করুণাময়-দয়ালু, তাই তিনি দয়া করতে ভালোবাসেন। তিনি যেমন ক্ষমাশীল, তাই তিনি বান্দাদের ক্ষমা করতেও পছন্দ করেন।

৮. ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণের পর সেটিকে যাবতীয় মন্দ ও নোংরা কাজ থেকে নিরাপদ রাখা জরুরি। কেননা ইসলাম হচ্ছে সদাচরণ ও নৈতিকতার ধর্ম। যার প্রথম বার্তাবাহক ছিলেন সাইয়িদুনা আদম ﷺ। আর সর্বশেষ প্রেরিত মহামানব ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। এজন্য উম্মাতে মুহাম্মাদী যতদিন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততদিন তারা পবিত্র উম্মাত হিসেবে বিবেচিত হবে। আর (ইসলামের) যতটুকু আঁকড়ে ধরবে, পবিত্রতার ততটুকু অংশই তারা পাবে।

৯. হাদীস থেকে বোঝা যায়, একজন মুসলিমের নেক আমলের পাশাপাশি বদ আমলও থাকতে পারে।

১০. আল্লাহ তাআলা বলেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার করো! এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলদের সম্বোধন করে কী ধরনের আহার গ্রহণ করবে, তা শিক্ষা দিয়েছেন। এতে প্রতীয়মাণ হয় যে, যখন রাসূলগণ স্বয়ং কী আহার গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে জানা ও শেখার মুখাপেক্ষী, তাহলে আমাদের মতো নিম্নস্তরের মানুষেরা তো আরও বেশি মুখাপেক্ষী। আর খাবার-পানীয় গ্রহণের মাসায়েলের ব্যাপারে যদি এ আদেশ হয়, তাহলে এরচেয়েও বড় বড় বিষয়ের মাসায়েলের ব্যাপারে কী আদেশ হবে! (একটু ভেবে দেখা দরকার!)

আল্লাহর কাছে দুআ করা ও তা কবুল হওয়া প্রসঙ্গ :

আল্লাহর দরবারে দুআ কবুলের জন্য বিশেষ কিছু অবস্থা ও করণীয় আছে। ওপরিউক্ত হাদীসে এ বিষয়ে কয়েকটি নির্দেশনা পাওয়া যায়। সেগুলো এখানে তুলে ধরা হচ্ছে :

১. দুআ কবুল হওয়ার জন্য এক বিশেষ অবস্থা হলো, আল্লাহর কাছে জীর্ণ-শীর্ণ ও অক্ষম-দুর্বল হয়ে হাজির হওয়া। একজন মানুষ যখন দীর্ঘ সফর করে, তখন সে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও জীর্ণপ্রায় হয়ে যায়। শারীরিকভাবে সে দুর্বল হয়ে আসে। এতে তার মাঝে (দৃশ্যত) দুআ কবুল হওয়ার জন্য বিশেষ অবস্থা তৈরি হয়।

২. নিজের বিনয়াবনত অবস্থা যদি অকৃত্রিম হয়, ভান করে না হয়, তাহলে তার মাঝে বিনম্রতা ও অক্ষমতা ফুটে উঠে। নিজের সব দম্ভ-বড়ত্বকে বিলীন করে রবের

দরবারে লুটিয়ে পড়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এজন্য নবি ﷺ বলেছেন, এমন বহু লোক আছে, উসকুখুসকু চুলবিশিষ্ট, ধূলিমলিন পুরাতন দুটি কাপড় পরিহিত, মানুষের দরজা থেকে বিতাড়িত, সে যদি আল্লাহর নামে কোনো শপথ করে, আল্লাহ তাআলা তার শপথকে সত্যে পরিণত করেন।[৫]

৩. দুআ কবুলের আরেকটি অবস্থা হলো, আসমানের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে দুআ করা। কারণ, আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন মহানুভব, লজ্জাশীল। কোনো মানুষ আল্লাহর দরবারে দুই হাত প্রসারিত করে প্রার্থনা করলে তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। একইভাবে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে চাইতে থাকা। আল্লাহ তাআলার নাম 'রব' ধরে ডাকতে থাকা। কেননা এ নাম ধরে দুআ করলে আল্লাহ তাআলা দুআ বেশি কবুল করেন।

৪. দুআ কবুলের প্রধানতম হাতিয়ার হচ্ছে হালালভাবে জীবিকা নির্বাহ করা ও আল্লাহর দরবারে এসে নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল, তুচ্ছ ও হীন জ্ঞান করা। এমন অনেক হারাম ভক্ষণকারী জীর্ণবস্ত্র পরিধেয় দরিদ্র আছে, যার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। আবার এমন হালাল ভক্ষণকারী ধনবান ব্যক্তিও আছে, যাকে আল্লাহ তাআলা খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না।

৫. হাদীস হতে বোঝা যায়, দুআর সময় আল্লাহকে 'হে রব' 'ওগো আল্লাহ', এইভাবে সম্বোধন করা যাবে। যদিও কুরআন কারীমের আয়াতসমূহে এভাবে আসেনি। কারণ, আল্লাহ তো তাঁকে আহ্বানকারীর নিকটেই রয়েছেন।

৬. মাযলুমের দুআ কখনো ফিরে না। তা আল্লাহ সাথে সাথেই কবুল করেন। যদিও মাযলুম কাফির কিংবা গুনাহগার ফাসিক বান্দা হয়।

হাদীসের সাধারণ শিক্ষা :

১. হালালভাবে জীবিকা নির্বাহ করা আল্লাহ তাআলার আদেশ ও অন্যতম ইবাদাত।

২. হাদীসে প্রথমে হারাম ভক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এরপর উদাহরণ দিতে গিয়ে হারাম পোশাকের কথা টেনে আনা হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, প্রথমে হারাম ভক্ষণ বলতে শুধু হারাম পানাহার নয়; বরং পুরো জীবনযাত্রার ব্যয়নির্বাহে হারামের ব্যবহারকে বোঝানো হয়েছে।

৩. যে হারাম পানাহারের ব্যাপারে উদাসীন, সে পোশাক-আশাক ও যাবতীয় ব্যয় নির্বাহে হারাম পন্থা ছাড়তে পারে না। হারাম দিয়ে সম্পদ গড়ে তোলার পর খাবার-দাবার ও ব্যয়নির্বাহ কীভাবে হালালভাবে হবে!

[৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬২২।

৪. হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা, হালালভাবে ব্যয়নির্বাহ করা আল্লাহর সমস্ত নবি-রাসূল ও নেককার বান্দাদের সুন্নাত।

৫. হারাম উপার্জন থেকে সন্তানদের লালন-পালনের একটা ভয়াবহ ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। অনেকক্ষেত্রে এ সমস্ত সন্তান বড় হলে গোমরাহির দিকে চলে যায়। আবার এ সমস্ত সন্তান পিতার জন্য (যেহেতু সাধারণত পিতার উপার্জন থেকেই সন্তান লালিত হয়) চলমান গুনাহেরও (তথা গুনাহে জারিয়ার) কারণ হয়। এ কারণে অনেক আহলুল ইলম হাদীসে হারাম ভক্ষণের যে কথাটি এসেছে, সেটিকে শিশুকালের সাথে যুক্ত করেছেন।

৬. আল্লাহ তাআলা আয়াতে 'হে রাসূলগণ' বলে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ রাসূলদেরকে প্রথমে আদেশ দিয়েছেন, এরপর মুমিনদের। যাতে করে রাসূলগণকে (তাঁদের উম্মাতগণ) অনুসরণ করার আগে তারা নিজেরা আল্লাহর আদেশের পালনকারী হন।

৭. অতঃপর যখন অন্যান্যদের হালাল জীবিকার আদেশ দেওয়া হচ্ছে, তখন 'হে মুমিনগণ' বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে 'হে লোকসকল'। অর্থাৎ কাফিররাও শারীয়াতের এ বিধানের অন্তর্ভূক্ত।

৮. একজন বান্দা তার বাহ্যিক দেহাবয়বে জীর্ণতা ও গোলামির সব রকম উপায় অবলম্বন করার পরও যেহেতু হারাম জীবিকার কারণে তার শরীরের মূল প্রাণই মৃত; তাই তার দুআ কবুল করা হয় না।

হাদীসের দীক্ষামূলক পাঠ :

১. উসতায কোনো একটা বিষয়কে তাঁর ছাত্রদের নিকট সহজে বোধগম্য করে তুলতে কখনো উক্ত বিষয়ের বাহ্যিক একটা উদাহরণ পেশ করেন। এতে করে বিষয়টা সহজে অনুধাবন হয়।

২. শিক্ষাদানের আরও একটি অভিনব পন্থা হলো, উসতায কোনো বিষয়ে তাঁর শিষ্যদের ভালোভাবে অবগত করার পর একটি আশ্চর্যবোধক প্রশ্ন করেন। যে প্রশ্নের উত্তর শিষ্যদের জানা আছে, এবং তাদের থেকে এর উত্তর জানাও উদ্দেশ্য নয়। বরং বিষয়টির ওপর এমনভাবে আশ্চর্য প্রকাশ করবেন, যেন এটি তাদের কর্ণকুহুরে প্রবেশ করে সজোরে গিয়ে অন্তরে রেখাপাত করে। যেমন আলোচিত হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ হারাম ভক্ষণের যাবতীয় কুফল বর্ণনা করার পর আশ্চর্য হয়ে (জোর করে) বলে উঠলেন : তাহলে কীভাবে তার দুআ কবুল হবে!